[illegible]; [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

গাংনীতে শশুর বাড়ি থেকে বউ আসছে না তাই; আত্ম*হত্যার চেষ্টা স্বামীর

শশুর বাড়িতে বউ আনতে গিয়ে অপমানিত। অপমান সইতে না পেরে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন স্বামী রাইহান আলী (১৮)। রাইহান আলী গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের বাগানপাড়া এলাকার মহিবুল ইসলামের ছেলে।

আজ শুক্রবার দুপুরের দিকে তেরাইল গ্রামের কোদালকাটি মাঠ নামক স্থান থেকে বিষপান করা মূমূর্ষ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়েছে।

তবে, তার অবস্থা আশংকাজনক বলে জানিয়েছেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মারুফ ।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রতিবেশীরা জানান, তার স্ত্রীর সাথে বেশ কিছুদিন যাবৎ কলহ চলছিল। কয়েকদিন আগে তার স্ত্রী রুমিয়া খাতুন পিতার বাড়িতে চলে যায়। গতকাল বৃহস্পতিবার বউ আনতে শশুর বাড়ি বাদিয়াপাড়া গ্রামে যান রাইহান। শশুরবাড়ি গেলে তার বউ ভাত খাবেনা বলে জানিয়ে দেন। এছাড়া শশুর বাড়ির লোকজন অপমান করে তাড়িয়ে দেন।

এঘটনায় ক্ষোভে হতাশা আর অভিমানে গতকাল শুক্রবার দুপুরের দিকে ওই মাঠে গিয়ে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তাকে মূমূর্ষ অবস্থায় মাঠে পড়ে থাকতে দেখে মাঠের লোকজন উদ্ধার করে বাড়িতে নেন। পরে বাড়ির লোকজন তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

বর্তমানে সে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তবে তার অবস্থা আশংকামুক্ত নয়।

গাংনীর আব্দুল আলীম হত্যা মামলায় পিতা-পুত্র গ্রেফতার

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে গাংনীর পল্লী মহম্মদপুর গ্রামের ভ্যান চালক আব্দুল আলীম হত্যা মামলার এজাহার নামীয় ৩ নং আসামি সেন্টু ও ৬ নং আসামি তার পিতা সাইদুল ইসলাম ওরফে সাদুকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।
আজ শুক্রবার (১২ মে) দুপুরের দিকে তাদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার(১১ মে) বিকালের দিকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানার কাতলামারী গ্রামে তার আত্মীয় বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃত সেন্টু মামলার এজাহার নামীয় ৩ নং আসামি এবং তার পিতা সাইদুল ইসলাম ওরফে সাদু এই মামলার ৬ নং আসামি।
গত মাসের শুক্রবার (২৮ এপ্রিল) সকালে গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের মহাম্মদপুর গাইন পাড়া এলাকায় বিরোধপূর্ণ জমিতে আব্দুল আলীমকে হত্যা করে।

গত মাসের (২৮ এপ্রিল) সকালে চাচা খলিলুর রহমানকে দিয়ে আব্দুল আলীমকে মাঠে ডেকে নিয়ে যায়। যেখানে আব্দুল কাদেরের ছেলে বান্টু, আব্দুল হান্নান, সুদু ও তার ছেলে সেন্টু, আব্দুল হান্নানের ছেলে রাশেদ, ইঞ্জিনিয়ার রাসেল আহম্মেদ দেশিয় অস্ত্র হাসুয়া, রামদা, ফলা, ঢাল নিয়ে সেই জমিতে আগে থেকে ওঁত পেতে থাকে। আব্দুল আলীম ওই মাঠে পৌঁছানো মাত্রই তারা সবাই মিলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও ফলা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে এবং মৃত্যু নিশ্চিত করে চলে যায়।
এই ঘটনায় নিহতের স্ত্রী মনোয়ারা বেগম বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলা হওয়ার কয়েক দিন পর আব্দুল হান্নানকে গ্রেফতার করেন গাংনী থানা পুলিশ। এনিয়ে ৩ আসামি গ্রেফতার হলো।

গাংনীর বেতবাড়ীয়ায় অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের সহোযোগিতা করলেন ইউএনও

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের বেতবাড়ীয়া গ্রামের বিশ্বাস পাড়ায় গত মঙ্গলবার (৯ই মে) বিকেলে আগুন লেগে ৩টি পরিবারের বসতঘর, আসবাবপত্র সহ ২টি ছাগল ও ১টি গরু পুড়ে যায়। এতে ওই ৩টি পরিবারের ২লক্ষাধীক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়। যা নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকা।

এ ঘটনার একদিন না পেরুতেই বুধবার (১০ই মে) গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু ক্ষতিগ্রস্ত ওই ৩টি পরিবারের সাথে দেখা করে সান্ত্বনা দেওয়া সহ সহোযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

এসময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নং ওয়ার্ডের মেম্বার সাইদুল ইসলাম, ৬ নং ওয়ার্ডের মেম্বার মোঃ মহিবুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল হক, ফারুক হোসেন সহ অনেকেই।

উল্লেখ্য: মঙ্গলবার (৯ই মে) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে বেতবাড়ীয়া গ্রামের জলিল উদ্দিনের রান্না ঘরে হঠাৎ করেই আগুন লেগে যায়। মুহুর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশে। স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেও ব্যার্থ হয়। ফলস্বরূপ পার্শ্ববর্তী ফজল বিশ্বাস ও নাজির উদ্দিন বিশ্বাসের বসতঘর আগুন লেগে যায়। পরে খবর পেয়ে বামন্দী ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে।

গাংনীর বেতবাড়ীয়ায় অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৩টি পরিবার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বেতবাড়ীয়া গ্রামের বিশ্বাস পাড়ায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার (৯ই মে) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে রান্না ঘরের চুলায় থেকে এ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত ৩টি পরিবারের ২ লক্ষাধীক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, বিকেলের দিকে বেতবাড়ীয়া গ্রামের জলিল উদ্দিনের রান্না ঘরে হঠাৎ করেই আগুন লেগে যায়। মুহুর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশে। স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেও ব্যার্থ হয়। ফলস্বরূপ পার্শ্ববর্তী ফজল বিশ্বাস ও নাজির উদ্দিন বিশ্বাসের বসতঘর আগুন লেগে যায়। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে।

বামন্দী ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা ইসাহাক আলী জানান, আমারা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছি। অগ্নিকাণ্ডে ২ লক্ষ টাকার অধিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ২টি ছাগল আগুন পুড়ে মারা গেছে এবং একটি গরুও মারাত্মক ভাবে পুড়ে গেছে। বসতঘর সহ প্রয়োজনিও আসবাবপত্র পুড়ে ছায় হয়েছে। রান্নাঘরের চুলায় থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটেছে; এধরণের ঘটনা এড়াতে আগুনের ব্যবহারে অসাবধানতা দূর করে সচেতন হওয়া জরুরি।

এদিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার খবর পেয়ে কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুহা: আলম হুসাইনের নির্দেশে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৩টি পরিবারকে তাৎক্ষণিক সহোযোগিতা করা হয়েছে।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুহা: আলম হুসাইন বলেন, আমার ইউনিয়নের বেতবাড়ীয়া গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় কয়েকজন ইউপি সদস্যদের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নগদ অর্থ ও চাউল দিয়ে সহোযোগিতা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে বিষয়টি অবগত করেছি। ক্ষতির পরিমাণের কাছে আমাদের সহোযোগিতা নগণ্য তাই সমাজের বিত্তবানদের ঐ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান করছি।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে ৫ নারীসহ ৯ আসামি গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশের নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানাভূক্ত ৫ নারীসহ ৯ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

সোমবার দিবাগত রাত ব্যাপি আজ মঙ্গলবার ভোররাত পর্যন্ত গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে থানা পুলিশের পৃথক টিম একাধিক অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের আমির আলীর স্ত্রী আয়েশা খাতুন মামলা নং সিআর ৩৫৯/২২, ওসমান আলীর স্ত্রী সানোয়ারা খাতুন, মামলা নং সিআর ৩৫৯/২২, মোবারক হোসেনের স্ত্রী সেলিনা খাতুন, মামলা নং সিআর ৩৭২/২২, বাবুল শাহ’র স্ত্রী পারুল খাতুন মামলা নং সিআর ৩৫৯/২২, সিরাজুল ইসলামের স্ত্রী সাবানা খাতুন মামলা নং সিআর ৩৭৩/২২, গাংনী থানার নিয়মিত মামলা নং ১১, তারিখ ০৮/০৫/২৩, ধারা ৪৩৬ পিসি এর আসামি নওদাপাড়া গ্রামের রিয়াজতুল্লাহর ছেলে রোজিফোর ও তার ছেলে হৃদয় হোসেন, সিআর মামলা নং ২১৮/২০২২ এর আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি গাংনী পৌর সভার শিশিরপাড়া গ্রামের রহমতুল্লাহ খাঁ এবং মামলা নং সিআর ২২৮/২০২৩ এর আসামি গাঁড়াডোব গ্রামের লালু’র ছেলে জনি হোসেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গোপন সুত্রে খবর পেয়ে গাংনী থানার একাধিক টিম পৃথক অভিযান চালিয়ে এইসব আসামি গ্রেফতার করেন।

আসামিদের আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে আগুন নেভাতে গিয়ে গৃহকর্তা আহত

গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর গ্রামে ঘরের আগুন নেভাতে গিয়ে হাসান আলী (৩০) নামের এক গৃহকর্তা আহত হয়েছেন।
আজ রবিবার বিকেল ৪ টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত হাসান গজারিয়া হেমায়েতপুর গ্রামের মৃত নজরুল ইসলামের ছেলে।

গৃহকর্তা হাসান আলী জানান, বিকেলের দিকে রান্না ঘরের চূলা থেকে বসত ঘরে আগুন লাগে। এসময় তিনি আগুন নেভাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারাত্বক ভাবে আহত হন।
স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টার পাশাপাশি বামন্দী ফায়ার স্টেশনকে খবর দিলে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভাতে সক্ষম হয়।
এদিকে ফায়ার স্টেশনের সদস্যরা আহত হাসানকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৬

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
এদের মধ্যে নিয়মিত মামলার ৪, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ১ ও পুলিশের দায়ের করা ১৫১ ধারায় ১ জন আসামি রয়েছে।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে রবিবার সকাল থেকে আজ সোমবার (৮ মে) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ১ ও পুলিশের দায়ের করা ১৫১ ধারায় ১ জনসহ ২ আসামি, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত

মামলায় ৩ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ আসামি গ্রেফতার করেছে।
গাংনী থানা ও সদর থানা পুলিশের সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গ্রেফতারকৃতদের আজ সোমবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক গ্রেফতার

নাশকতার মামলায় গাংনী উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। যুবদল নেতা জাহিদুল ইসলাম গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের মছের উদ্দীন সর্দারের ছেলে।

বামন্দী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) ইস্রাফিল সঙ্গীয় ফোর্সসহ আজ রবিবার দিবাগত রাতে বামন্দী বাজারে অভিযান চালিয়ে জাহিদকে গ্রেফতার করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, সরকার বিরোধী নাশকতার পরিকল্পনা মামলায় জাহিদকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে গাংনী উপজেলা যুবদলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বিনা উস্কানিতে মিথ্যা মামলায় যুবদলের এই নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত যুবদল নেতা জাহিদুলকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীর মালশাদহ গ্রামে জমি দখলের অভিযোগ

হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের রায় থাকার পরেও ঘর ভেঙ্গে দিয়ে একটি পক্ষ জমি দখল করেছে বলে অভিযোগ করেছে গোলাম কাউছার নামের এক ব্যক্তি। ঘটনাটি গাংনী উপজেলার পশ্চিমমালশাদহ গ্রামে ঘটেছে।

ভূক্তভোগী গোলাম কাউছার বলেন, ১৯৯২ সালে সরকারের খাস খতিয়ানভূক্ত ৮ শতক জমি আমি বন্দোবস্ত নিয়েছি। সেখানে আমার ঘর থাকলেও গ্রামের একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠি আমার সেই ঘর ভেঙ্গে দিয়ে দখল করে নিয়েছে।

মালশাদহ গ্রামের আজিজুল হক বুড়ো ও লিটন হোসেন এই জমি দখল করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ তোলেন গোলাম কাউছার।

গোলাম কাউছার বলেন, আমি বিএনপির স্থানীয় নেতা। আমার ৮ শতক জমি প্রতিপক্ষ প্রভাবশালী গোষ্ঠি দখল করে নিয়ে সেখানে ঘর বাড়ি ও একটি ক্লাব ঘর তৈরী করেছে। আমি তাদের বাঁধা দিতে গেলে হত্যাসহ নানাভাবে হুমকী ধামকী দেন।

এব্যাপারে আজিজুল হক বুড়োর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।